"শেখ হাসিনার বারতা
নারী পুরুষ সমতা"

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কিশোর কিশোরী ক্লাব স্থাপন প্রকল্প
মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর
৩৭/৩ ইস্কাটন গার্ডেন রোড, ঢাকা।

স্মারক নং-৩২.০১.০০০০.০০৩.০১৪.০৩১.১৮-৫২৮ তারিখঃ ২৫/০১/২০২১

বিষয়ঃ "কিশোর-কিশোরী ক্লাব স্থাপন" প্রকল্পের ক্লাবসমূহ চালুকরণ প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, কোভিড-১৯ মহামারীর কারণে "কিশোর-কিশোরী ক্লাব স্থাপন" শীর্ষক প্রকল্পের ক্লাবসমূহ বিগত ২৫/০৩/২০২০ খ্রিঃ তারিখ থেকে বন্ধ রয়েছে। কিন্তু বর্তমান প্রেক্ষাপটে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ, ইভটিজিং, নারী নির্যাতনসহ বিভিন্ন সামাজিক ব্যাধি প্রতিরোধের জন্য এবং সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য ক্লাবসমূহ চালু করা প্রয়োজন। উল্লেখ্য যে, গত ১৭/১১/২০২০ খ্রিঃ তারিখে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটিতে এবং গত ১৩/০১/২০২১ খ্রিঃ তারিখে মহিলা শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী বেগম ফজিলাতুন নেসা ইন্দিরা এমপির সভাপতিত্বে (এডিপি) সভায় কিশোর-কিশোরী ক্লাব স্থাপন প্রকল্প চালুর বিষয়ে নির্দেশনা রয়েছে। সে প্রেক্ষিতে এপিসি প্রকল্প থেকে কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে জনস্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যবিধি মেনে কিশোর-কিশোরী ক্লাব প্রকল্প চালুর খসড়া নির্দেশিকা পাওয়া যায়। উক্ত নির্দেশিকা, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ৩১ দফা নির্দেশনা, স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ও ইউনিসেফ কর্তৃক নির্দেশনার সমন্বয়ে একটি ক্লাব চালুর নির্দেশিকা প্রস্তুত করা হয়েছে।

এমতাবস্থায় জনস্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যবিধি মেনে ১ ফেব্রুয়ারী/ ২০২১ খ্রিঃ তারিখ থেকে কিশোর-কিশোরী ক্লাব স্থাপন প্রকল্পের ক্লাবসমূহ চালুকরণের জন্য নির্দেশ প্রদান করা হল।

সংযুক্তি: ক্লাব চালুর নির্দেশিকার ০১ ফর্দ।

২৫/০১/২০২১
(পারভীন আকতার)
মহাপরিচালক (গ্রেড-১)
মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, ঢাকা

প্রাপক,
উপ-পরিচালক (সকল জেলা)
উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা (সকল উপজেলা)
মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর

অনুলিপি:
১. জেলা প্রশাসক, সকল জেলা।
২. মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
৩. সিনিয়র সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
৪. উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, সকল উপজেলা।
৫. অতিরিক্ত সচিব (উঃ) মহোদয়ের একান্ত সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
৬. অফিস কপি।

"শেখ হাসিনার বারতা
নারী পুরুষ সমতা"

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কিশোর কিশোরী ক্লাব স্থাপন প্রকল্প
মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর
৩৭/৩ ইস্কাটন গার্ডেন রোড, ঢাকা।

কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে জনস্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যবিধি মেনে কিশোর-কিশোরী ক্লাব প্রকল্প পুনরায় চালুর নির্দেশিকা
প্রেক্ষাপট প্রসঙ্গে।

দেশের মোট জনসংখ্যার শতকরা প্রায় ২২.৫ ভাগ কিশোর-কিশোরী, যারা আগামী দিনের বাংলাদেশকে আরো সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে নেবে। সে লক্ষ্যে সুবিধাবঞ্চিত কিশোর-কিশোরীদের দক্ষ মানব সম্পদ হিসেবে গড়ে তুলতে বিদ্যালয়ে শিক্ষার পাশাপাশি বিদ্যালয়ের বাইরে থেকেও জীবন দক্ষতা সংশ্লিষ্ট নানাবিধ বিষয়ে জ্ঞানার্জনের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য । সে উদ্দেশ্যে সরকারের মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন সারা দেশে সর্বমোট ৪৮৮৩ টি কিশোর-কিশোরী ক্লাব পরিচালিত হচ্ছে।

কোভিড-১৯ মহামারী নিয়ন্ত্রণের জন্য বাংলাদেশের সকল পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ন্যায় মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতায় মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন এই ক্লাবগুলোও গত ২৫ মার্চ ২০২০ থেকে বন্ধ রয়েছে। এর ফলে ক্লাব কার্যক্রম বাস্তবায়ন বিঘ্নিত হওয়াসহ কিশোর-কিশোরীদের উপর নানাবিধ নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে। বিশেষ করে প্রান্তিক কিশোর-কিশোরীগণ যত বেশি সময় ক্লাব কার্যক্রমের বাইরে থাকবে তাদের মাঝে বাল্যবিবাহ, অপ্রাপ্ত বয়সে মাতৃত্ব, যৌন নির্যাতন ও সামাজিক সহিংসতার শিকার, শিশুশ্রম সহ অন্যান্য ঝুঁকির আশংকা ততই বৃদ্ধি পাবে। সেই সাথে জীবন দক্ষতামূলক পাঠ চর্চা ও সমবয়সীদের মধ্যে মিথষ্ক্রিয়ার/বোঝাপড়ার ব্যাহত হওয়ার কারণে কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে মানসিক চাপ ও উদ্বেগ বাড়ছে।

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন কিশোর কিশোরী ক্লাব সমূহ সপ্তাহে ২ দিন, প্রতিদিন ২ ঘন্টা করে মোট ৪ ঘন্টা ক্লাব কার্যক্রম পরিচালিত হয়। কিন্তু কোভিড-১৯ এর প্রাদুর্ভাবের কারণে দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধের সাথে সংগতি রেখে সরাসরি ক্লাব কার্যক্রম সাময়িকভাবে বন্ধ রয়েছে।

এমতাবস্থায় কোভিড-১৯ সংক্রমণের বর্তমান পরিস্থিতি, ক্লাব কার্যক্রম বাস্তবায়নের গুরুত্ব ও অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম বিবেচনা করে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার নির্দেশনা অনুসরণপূর্বক ক্লাব সদস্যদের সর্বোচ্চ নিরাপত্তা ও সুরক্ষা নিশ্চিত করে কিশোর-কিশোরী ক্লাবসমূহ পুনরায় চালু করা জরুরী হয়ে পড়েছে।

জনস্বাস্থ্য ও জীবন দক্ষতামূলক শিখন বিষয়ের অংশ হিসাবে কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে স্বাস্থ্যবিধি মেনে কিশোর-কিশোরী ক্লাব পুনরায় চালু করার উদ্দেশ্যে এই নির্দেশিকাটি প্রণীত হয়েছে। তবে স্থানীয় বাস্তবতার সাথে সামঞ্জস্য বিধান করতে এবং কিশোর-কিশোরীদের শিখন, স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার চাহিদা পূরণ করতে এই নির্দেশিকাটি প্রয়োজনে প্রাসঙ্গীকরণ করা যেতে পারে।

নির্দেশিকাটি প্রণয়নে অনুসৃত নীতি

নির্দেশিকাটি প্রণয়নে নিম্নলিখিত নীতিসমূহ অনুসরণ করা হয়েছে যাতে সর্বোচ্চ সতর্কতা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করে সকল কিশোর-কিশোরী ক্লাব পুনরায় চালু করা যায়।

- কিশোর-কিশোরীদের নিরাপত্তা ও সুরক্ষাকে সর্বোচ্চ প্রাধান্য দেওয়া;
- জাতীয় পর্যায়ের সকল স্বাস্থ্য বিধি ও নির্দেশনা মেনে এবং আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্য বিধিসমূহ বিবেচনায়; রেখে সর্বোচ্চ নিরাপদ ও সুরক্ষা নিশ্চিত করে ক্লাবসমূহ পুনরায় চালুকরণ;
- দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত, জেন্ডার, আদিবাসী, প্রতিবন্ধিতা বিবেচনা করে সকলের জন্য প্রযোজ্য ব্যবস্থা গ্রহণ;
- প্রতিটি কিশোর-কিশোরীর শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে আনন্দঘন শিখন পরিবেশ নিশ্চিতকরণ;
- কোভিড-১৯ পরিস্থিতিকে নতুন স্বাভাবিকতা (New Normal) হিসেবে বিবেচনা করা;
- মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধিনস্থ উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় পরিচালিত কিশোর-কিশোরী ক্লাব স্থাপন প্রকল্পের জন্য বিবেচনাকরণ;

নির্দেশিকা প্রণয়নে মূল যেসব স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা নির্দেশনাসমূহকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে

এই নির্দেশিকাটি প্রণয়নের ক্ষেত্রে বিভিন্ন পর্যায়ে নিম্নলিখিত স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা নির্দেশনাসমূহ অনুসরণ করা হয়েছে যাতে এটি কিশোর-কিশোরী ক্লাব স্থাপন প্রকল্পের সংশ্লিষ্ট সকলকে নিরাপদ রাখতে এবং কোভিড-১৯ এর বিস্তার রোধে সহায়তা করতে পারে।

- ক্লাবে অবস্থানকালে সকল কিশোর-কিশোরী ও সংশ্লিষ্ট সকলের সর্বদা মাস্ক পরিধানের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা;
- ক্লাব কার্যক্রম পরিচালনায় নির্দেশিত (৩ ফুট) শারীরিক দুরত্ব বজায় রাখা;
- একসাথে অধিক সংখ্যক মানুষের জমায়েতকে নিরুৎসাহিত করা;
- ক্লাবে নির্দিষ্ট সময় পর পর নিয়ম মেনে সাবান দিয়ে হাত ধোয়ার/পরিষ্কারের ব্যবস্থা করা;
- হাঁচি-কাশির শিষ্টাচার পালন করা ও উৎসাহিত করা;
- ক্লাব আয়োজনের ঘর বা স্থান প্রতিদিন নিয়মিত পরিষ্কার ও জীবানুমুক্ত করা;
- প্রয়োজনবোধে শরীরের তাপমাত্রা পরিমাপ করা যেতে পারে এবং কেউ অসুস্থ/আক্রান্ত থাকলে/হলে তাৎক্ষনিক ব্যবস্থার পাশাপাশি কন্টাক্ট ট্রেসিং করে অন্যদের সুরক্ষা নিশ্চিত করা;
- ক্লাব ও কমিউনিটির মধ্যে নিয়মিত যোগাযোগ ও সহযোগিতার মাধ্যমে গুজবের আতংক ও মহামারি বিস্তার রোধে ক্লাব সদস্যদের সকলের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা;

ক্লাব পরিচালনার নতুন স্বাভাবিক ধরন

কোভিড-১৯ সংকটকালে কিশোর-কিশোরীদের সম্ভাব্য স্বাস্থ্য ঝুঁকি বিবেচনায় নিয়ে বর্তমান নতুন স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে ক্লাবগুলোর কার্যক্রম নিম্নবর্ণিত উপায়ে পুনরায় চালু করা যেতে পারে।

নির্দিষ্ট কোনও নিরাপদ স্থান/ক্লাব ঘরে বসা

স্কুল সংলগ্ন উন্মুক্ত নিরাপদ স্থান নির্ধারণ করে অথবা পূর্বের ক্লাব ঘরে প্রদত্ত নির্দেশনা অনুসরণ করে সীমিত আকারে ক্লাব কার্যক্রম পরিচালনা করা যেতে পারে।

কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে কিশোর-কিশোরী ক্লাব পুনরায় চালুর নির্দেশনা ও কার্যক্রম নিম্নরুপ হতে পারে:

ক্রমিক নং	নির্দেশনা	কার্যক্রম
	ক্লাব ঘর বা স্কুল সংলগ্ন উন্মুক্ত নিরাপদ স্থানে সীমিত পরিসরে ক্লাব পরিচালনার নির্দেশনা	
১.০	কিশোর-কিশোরী ক্লাব স্থাপন প্রকল্প পুনরায় চালু করার জন্য সুস্পষ্ট সরকারী নির্দেশনা প্রদান করা হবে;	১.১ কিশোর-কিশোরী ক্লাব স্থাপন প্রকল্প পুনরায় চালুকরণ বিষয়ে সুস্পষ্ট সরকারি নির্দেশনা প্রদান করা হবে। করোনা ভাইরাস পরিস্থিতি মোকাবেলা ও সংক্রমণ রোধে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ৩১ দফা নির্দেশনা, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ও ইউনিসেফ হতে প্রেরিত/প্রেরিতব্য সকল নির্দেশনা ও পরামর্শ কিশোর-কিশোরী ক্লাবকে যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে। কিশোর-কিশোরী ক্লাব চালু করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হলে নিরাপদ এলাকা ও পরিস্থিতি বিবেচনায় এলাকা ভিত্তিক ক্লাব চালু করা যেতে পারে। করোনা সংক্রমণ বিবেচনায় কোন এলাকাকে সরকার কর্তৃক রেড জোন ঘোষণা করা হলে সে এলাকার ক্লাব খোলা রাখা যাবে না।
২.০	কিশোর-কিশোরী ক্লাব পুনরায় চালু করার পূর্বে এর পরিচালনার জন্য পরিকল্পনা ও প্রয়োজনীয় অর্থায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	২.১ প্রয়োজনীয় কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য বাজেট প্রণয়ন ও অর্থায়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে আগাম অর্থ বরাদ্দ দিতে হবে।
৩.০	কিশোর-কিশোরী ক্লাব ঘর বা ক্লাব বসার জন্য অন্য কোন নির্ধারিত স্থান- এর পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্যবিধি পদক্ষেপ সম্পর্কে বিস্তারিত সুস্পষ্ট, সহজবোধ্য ও শিশু কিশোর বান্ধব ভাষায় প্রটোকল প্রণয়ন করতে হবে। শারীরিক দুরত্ব বজায় রাখা, হাত ধোয়া, হাঁচি-কাশি বিষয়ক শিষ্টাচার, সুরক্ষা সরঞ্জামের ব্যবহার, ক্লাবে বসার স্থানের অভ্যন্তরীন অবকাঠামোগত পরিবেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা এবং নিরাপদ খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুতকরণের অভ্যাস গড়ে তোলা বিষয়ক তথ্য ও নির্দেশনা থাকবে।	৩.১ নিয়মিতভাবে ক্লাব ঘর বা অন্য কোন নির্দিষ্ট স্থানের অবকাঠামোগত পরিবেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা ও জীবানুমুক্তকরণ; ৩.২ সভা শুরুর পূর্বেই আবশ্যিকভাবে ক্লাব ঘর বা নির্দিষ্ট স্থানটির পরিবেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, স্বাস্থ্যসম্মত ও জীবানুমুক্ত করতে হবে; ৩.৩ এক্ষেত্রে জীবানুনাশক (যেমন: স্যাভলন, ডেটল বা সাবান ইত্যাদি) মিশ্রিত পানি ছিটিয়ে ক্লাব ঘর বা নির্দিষ্ট স্থানটি জীবানুমুক্ত করা যেতে পারে; ৩.৪ সামাজিক দুরত্ব মেনে ৩ ফুট দূরে দূরে কিশোর-কিশোরীদের বসার ব্যবস্থা করতে হবে। এ নীতি অনুসরণ করে ক্লাব ঘর বা নির্দিষ্ট স্থানটিতে যে কয়জনের বসার সংকুলান হয়, সে সংখ্যক কিশোর-কিশোরী নিয়ে এক একটি দল গঠন করতে হবে। এভাবে একটি ক্লাবের অধিনস্থ প্রত্যেকটি দল নিয়ে আলাদা আলাদা সময়ে সভা করতে। এজন্য একটি বাস্তবভিত্তিক সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা করতে হবে।

ক্রমিক নং	নির্দেশনা	কার্যক্রম
		৩.৫ ক্লাব ঘর বা ক্লাব বসার সুনির্দিষ্ট স্থানটিতে যেন পর্যাপ্ত আলো বাতাস থাকে তার ব্যবস্থা করতে হবে ; ৩.৬ ক্লাব ঘর বা নির্দিষ্ট স্থানটির পাশে হাত ধোয়ার জন্য সাবান ও পানির ব্যবস্থা থাকতে হবে। প্রত্যেক কিশোর-কিশোরী ক্লাব ঘর বা নির্দিষ্ট স্থানটিতে পৌঁছামাত্রই এবং একটি নির্দিষ্ট সময় পর পর সঠিক নিয়মে ২০ সেকেন্ড ধরে সাবান পানি দিয়ে যেন হাত ধৌত করে তা নিশ্চিত করতে হবে; ৩.৭ প্রত্যেক কিশোর-কিশোরী এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীর জন্য মাস্ক পড়া বাধ্যতামূলক করতে হবে এবং তা সঠিকভাবে পড়া নিশ্চিত করতে হবে; ৩.৮ যাদের পক্ষে সম্ভব তারা যেন সহজভাবে কাপড়ের মাস্ক (৩ লেয়ার কাপড়ের) বানাতে পারেন তার সচিত্র বিবরণ দেওয়া যেতে পারে; ৩.৯ হাঁচি কাশি দেয়ার সময় মুখ এবং নাক ঢাকতে টিস্যু বা কনুই ব্যবহার করতে হবে। অন্যান্য স্বাস্থ্যবিধি নিয়ে কিশোর-কিশোরীদের মাঝে ক্লাব সভায় আলোচনা করতে হবে এবং হাঁচি-কাশির শিষ্টাচারসহ অন্যান্য স্বাস্থ্যবিধি যথাযথভাবে প্রতিপালন নিশ্চিত করতে হবে। লিফলেট/পোষ্টার/সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করে এ বিষয়ে কিশোর-কিশোরীদের সচেতন করতে হবে। ৩.১০ ময়লা/আবর্জনা ঢাকনাযুক্ত বিনে সংরক্ষন করতে হবে এবং প্রতিদিন তা জীবানুমুক্ত করতে হবে। প্রতিবার টয়লেট ব্যবহারের পর অবশ্যই সাবান দ্বারা হাত জীবানুমুক্ত করতে হবে। ৩.১১ কিশোর-কিশোরীদের পরিবারের সদস্যদের মাঝে কোভিড-১৯ সংক্রমণের কোন লক্ষণ আছে কি না, সে বিষয়ে জানতে হবে। যদি থাকে সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কিশোর-কিশোরীর ক্লাবে যোগদান থেকে বিরত রাখতে হবে এবং তার নিজের ও পরিবারের জন্য তার করণীয় কি সে বিষয়ে বুঝিয়ে বলতে হবে। ৩.১২ সভায় যোগদানের জন্য গণপরিবহণ ব্যবহারের দরকার হলে, কিশোর-কিশোরীদেরকে তা ব্যবহারে নিরুৎসাহিত করতে হবে। একান্তভাবেই তা সম্ভব না হলে তাদেরকে ক্লাব সভায় যোগদানের ব্যাপারে নিরুৎসাহিত করতে হবে। ৩.১৩ ''মাস্ক নাই, সেবা নাই" কথাটি ক্লাব ঘরের বাইরে বা ক্লাব বসার নির্দিষ্ট স্থানের পাশে পোষ্টার কাগজে বড় করে লিখে টানিয়ে দিতে হবে;

ক্রমিক নং	নির্দেশনা	কার্যক্রম
		৩.১৪ কোভিড-১৯ সংক্রমণের লক্ষণ, জটিলতা এবং এর প্রতিকার ও প্রতিরোধের উপায়সমূহ স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ অনুমোদিত স্বাস্থ্যবিধি পোষ্টারের মাধ্যমে টানিয়ে রাখতে হবে এবং লিফলেট/পোষ্টার/সামাজিক মাধ্যম এর মাধ্যমে কোভিড-১৯ প্রতিরোধে করণীয় ও বর্জনীয় বিষয়ে সচেতন করতে হবে। দৃশ্যমান একাধিক স্থানে ছবিসহ স্বাস্থ্য নির্দেশনা ঝুলিয়ে রাখতে হবে। এ বিষয়ে স্ব স্ব উপজেলার মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তাগণ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এর সহযোগিতা নিতে পারে। ৩.১৫ শিশু কিশোরদের মানসিক স্বাস্থ্যের উপর গুরুত্ব দিতে হবে। ক্লাবে কিশোর-কিশোরীদের জন্য আনন্দঘন পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। ৩.১৬ কিশোর-কিশোরীর কারো মাঝে কোভিড-১৯ এর সন্দেহজনক উপসর্গ পাওয়া গেলে তাৎক্ষনিকভাবে স্থানীয় স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষকে জানাতে হবে এবং যারা উক্ত কিশোর-কিশোরীর ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এসেছেন তাদের দ্রুত সনাক্ত ও কোয়ারেন্টাইন এর ব্যবস্থা করতে হবে;

কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে উপরোক্ত নির্দেশনাবলী মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ (মাঠ প্রশাসন সমন্বয় অধিশাখা) হতে ০৪.০০.০০০০.৫১৪.১৬.০০২.২০.৭৬ নং স্মারকে ০৩ এপ্রিল ২০২০ খ্রিঃ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ৩১ দফা নির্দেশনা, স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ও ইউনিসেফ কর্তৃক নির্দেশনা যথাযতভাবে অনুসরন করা হয়েছে।

(জয়ন্ত কুমার সিকদার)
প্রকল্প পরিচালক (যুগ্ম-সচিব)
কিশোর-কিশোরী ক্লাব স্থাপন প্রকল্প
মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, ঢাকা।